## জাতিস্মর

ইনা রায়

মনের ভেতর স্বপ্ন ভাঙে...স্বপ্ন বাঁচে...
আগের থেকে স্বপ্ন অনেক বদলে গ্যাছে
বদল দেখে চমকে ছিলাম ভিতর - প্রাণে
ঠিক মনে নেই...কখন যেন ঘুম ভেঙেছে

স্বপ্ন আমার তোমায় খোঁজে গভীর রাতে
আঁধার শেষে হারিয়ে যাবে উজল আলোয়
নেশার বাঁধন আল্‌গা হলে দেখতে পাবে
রঙিন ছবি পাল্‌টে গ্যাছে সাদা ... কালোয়...

মনের ভেতর স্বপ্নরা আজ ঘুম ধরেছে
আমিই কেবল রাত্রি জাগি তোমার টানে
অন্ত - রাতে বাসর জুড়ে দেখতে পেলাম
পূর্বজন্ম দাঁড়িয়ে আছে...সফেদ থানে...

## ভাসান

রাকা দাশগুপ্ত

ভাষান দিয়েছ কাল রাতে।
সাক্ষী ছিল ভরা চাঁদ। তুমি সেই শুক্লপক্ষপাতে
আমাকে নামিয়ে দিলে মাঝদরিয়ায়... খোলা চুলে...

ঢেউ ওঠে ফুলে।
এখন তোমার পালে জোর হাওয়া, তীব্রতর হয়েছে ক্রমশ
উড়ে যেতে চাও যদি, এসো তবে, পাটাতনে বোসো।
অন্ধকারে ঝড় আসে...ডানামেলা ধূসর কপোত...

ঘুর্ণ্যমান স্রোত।
আমার চুলের কাঁটা আলগোছে তুলে ধরে চিনে নিচ্ছে দিক

তোমার কম্পাস নেই, তরুণ নাবিক?

পাটাতন কেঁপে উঠছে, ফেঁপে উঠছে ছই

আমি তো ভেসেই গেছি বহু কল্পকালে আগে...
তোমারও ফেরার পথ কই?

## সামুদ্রিক

রাতুল চন্দ্ররায়

চাঁদ তাকে বলেছিল — চল্ নদী, নিরুদ্দেশে যাবি?
কিশোরীও একবাক্যে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙিয়েছে
কোথা থেকে কোনপথ কীভাবে যে কোনখানে মেশে—
চাঁদ পেড়ে নিতে গিয়ে হতভাগী সমুদ্রে মিশেছে!

এই তো, মোহানাতেও চাঁদকে সে বুকে রেখেছিল
সমুদ্রের আলিঙ্গনে লক্ষ লক্ষ আলোক কণায়
বিচুর্ণ সেই চাঁদ, এই লবণাক্ত দুনিয়াদারিতে
কে জানে নদীটি তার পথ ভুলে হারাল কোথায়!

সেই থেকে নিঃস্ব চাঁদ প্রহরী বেড়ার ওই পারে
পথ চেয়ে দিন গোনে – আঁক কাটে বালুকাবেলায়
কত দাগ মুছে গেল, তবে কি বৃথাই লোকে বলে—
সমুদ্র রাখেনা কিছু, সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়ে যায়!